যুগান্তর

তারিখ ... 4 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... 28 কলাম ... 2 ...

যশোর শিক্ষা বোর্ড : প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়েছে

যশোর ব্যুরো

যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে হযবরল অবস্থা বিরাজ করছে। স্থবির হয়ে পড়েছে প্রশাসনিক কার্যক্রম। এক শ্রেণীর কর্মচারীর ফ্রি স্টাইলে চলাফেরার কারণে শিক্ষা বোর্ডের চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকেই শিক্ষা বোর্ডের অভ্যন্তরে এ অবস্থা বিরাজ করছে। এর ফলে হয়রানির শিকার হচ্ছেন দূর দূরান্ত থেকে আসা শত শত মানুষ। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করেও প্রশাসনিক কাজকর্মে গতি আনতে পারছে না। এ অচলাবস্থা দূর করার লক্ষ্যে সম্প্রতি ৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিভিন্ন দফতরে বদলি করার পরও পরিস্থিতির তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। যশোর শিক্ষা বোর্ডে গিয়ে দেখা গেছে, প্রতিদিন দুপুর ঘনিয়ে এলেই অধিকাংশ কর্মচারী দফতরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে যান। দু'একটি অফিস রুম খোলা থাকলেও সেখানে কারও উপস্থিতি চোখে পড়ে না। আবার কেউ অফিস রুমে বসে থাকলেও অলস সময় পার করেন। বহিরাগত কেউ এলে তাদের বোঝার উপায় নেই যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীন ১০ জেলার সাড়ে ৩ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কাজকর্ম এখানে সম্পাদন হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের লাঞ্চের সময় দুপুর ১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত নির্ধারিত থাকলেও অনেকে তার আগেই বেরিয়ে পড়েন। এদের মধ্যে কেউ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরে অবস্থান করেন। প্রতিদিন বিভিন্ন জেলা থেকে শত শত শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সার্টিফিকেট উত্তোলন ও নাম সংশোধনসহ আনুষঙ্গিক কাজের জন্য বোর্ড অফিসে এসে ধরনা দেন। কিন্তু বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মচারীর অসহযোগিতার কারণে দূর দূরান্ত থেকে আগত মানুষের ভোগান্তির অন্ত থাকে না। যেসব কাজ দু'তিন দিনে করা সম্ভব, তার পেছনে ভুক্তভোগী লোকজনকে ঘুরতে হয় ২৫ থেকে ৩০ দিন। তবে উৎকোচ দিলে আবার খুব দ্রুতই কাজ সম্পন্ন হয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে শিক্ষা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান, প্রশাসনিক কাজে গতি আনার জন্য সোমবার ৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর দফতর বদল করা হয়েছে। তারা হলেন— কাউন্সিল শাখার সেকশন অফিসার সৈয়দ রকিবুল ইসলাম, হিসাবরক্ষক সাধন চক্রবর্তী, প্রশাসন শাখার উচ্চমান সহকারী আবদুল মান্নান, ক্যালিগ্রাফিস্ট মাকসুদ আল হাবিব, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শাখার উচ্চমান সহকারী মোমিন উদ্দিন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের গবেষণা সহকারী খোজাম্মেল হক, বিদ্যালয় অনুমোদন শাখার উচ্চমান সহকারী হাবিবুর রহমান ও স্টেনো টাইপিস্ট শহর আলী। আগামী সোমবারের মধ্যে তাদের নতুন দফতরে যোগদান করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর আগে প্রশাসনিক স্বার্থে যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ইকরাম আলীকে বদলি করা হয়। তার স্থলে আগামী সোমবার সাতক্ষীরার তালা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হাফিজুর রহমানের যোগদানের কথা। বর্তমানে সচিবের পদটিও শূন্য রয়েছে। এ পদে যশোর সরকারি কমার্স কলেজের উপাধ্যক্ষ রবিউল ইসলামের যোগদানের সম্ভাবনা রয়েছে।

৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বদলি করার পরও পরিস্থিতির তেমন পরিবর্তন হয়নি